ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

হাসান ইবনু আলি রা.

শাহাদাত ও কারবালার যুদ্ধ

হুসাইন ইবনু আলি রা.

জীবন ও কর্ম

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ : আতাউল কারীম মাকসুদ

সম্পাদক : সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২২
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২২০, US $ 8. UK £ 6

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96143-4-0

Hossain Ibn Ali
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

গ্রন্থটি সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি না। প্রয়োজন মনে করছি না লেখক সম্পর্কেও কিছু বলার। পাঠক ইতিমধ্যে ড. শায়খ আলি মহাম্মাদ সাল্লাবি, তাঁর গ্রন্থ আর কালান্তর সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। পাঠকের ভালোবাসায় সবাই সিক্ত আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুহাক্কিক আলিম মাওলানা আতাউল কারীম মাকসুদ। সম্পাদনা করেছেন লেখক ও সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। সম্পাদককে আল্লাহ হিফাজত করুন। নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন।

গ্রন্থটি আরবির সঙ্গে মিলিয়ে অনুবাদ সমন্বয় করে দিয়েছেন মহিউদ্দিন কাসেমী। প্রুফ সমন্বয়ের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত ও ইলিয়াস মশহুদ।

বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য হৃদয়খোলা প্রার্থনা। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। বইটিকে কবুল করুন। আমিন।

আমরা চেষ্টা করেছি একটা বিশুদ্ধ কাজ পাঠককে উপহার দেওয়ার। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠক আমাদের অবগত করলে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
১৭ আগস্ট ২০২০

অনুবাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হুসাইন রা.। ভালোবাসার তাজমহল। শ্রদ্ধার রাজপুত্র। নাম শুনলেই অন্তরে ভালোবাসার জোয়ার ওঠে। সাইয়িদুল ইনসি ওয়াল জ্বান নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দৌহিত্র। জান্নাতি মহিলাগণের সরদার ফাতিমা রা.-এর কলিজার টুকরো সন্তান।

মদিনায় জন্ম। মদিনায় বেড়ে ওঠা। রাসুল ﷺ-এর আদর-সোহাগে শৈশব কাটানো জান্নাতি যুবকদের সরদার। কারবালায় মৃত্যু।

কারবালা! আহ কারবালা! কারবালা শুনলেই বেদনাহত হৃদয় আরও বেদনাবিধুর হয়ে পড়ে। মর্মান্তিক দৃশ্য ভেসে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কারবালার আলোচনা শুনলে অশ্রু আপনাতেই গড়িয়ে পড়ে।

সোনার মদিনা থেকে কারবালার দূরত্ব প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার। পরিবার-পরিজন নিয়ে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তিনি এ দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। মরুভূমির বালুসাগর পাড়ি দিয়ে কেন গিয়েছিলেন কারবালায়? মদিনায় কি তাঁর কোনো কিছুর অভাব ছিল? নানাজানের রওজায়ে আকদাস ছেড়ে কারবালায় কেন গিয়েছিলেন? গিয়েছিলেন জালিম শাসকের কবল থেকে উম্মাহকে উদ্ধারের জন্য, নানাজানের প্রিয় দীনের হিফাজতের জন্য, খিলাফত রক্ষার জন্য। দুনিয়াবি পরিণাম-পরিণতির পরোয়া না করে শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি প্রিয় মদিনা থেকে সুদূর কুফার উদ্দেশে রওনা হন।

তারপরের কাহিনি কী ছিল, কেমন ছিল জানতে হলে পড়ুন হালজামানার বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ফকিহ ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি লিখিত এ গ্রন্থ। তাঁর রচিত অনেক বই কালান্তর প্রকাশনী থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

শায়খ সাল্লাবির তিনটি বই অধমের হাতে অনূদিত। তন্মধ্যে জান্নাতি যুবকদলের সরদারদ্বয় হাসান ও হুসাইন রা.-এর জীবনীগ্রন্থও এই অকর্মণ্যের হাতে অনূদিত। কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর দরবারে। এমন একটি সুমহান ও ঈর্ষণীয় কাজ তিনি এই অধমকে করার তাওফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। মহান

আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে রেখে জান্নাতের সীমানায় পৌঁছে দেন। সকল পরিচিতজনকেও দেন এই সুমহান সান্নিধ্য।

অনুবাদের ক্ষেত্রে সাবলীলতার প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। প্রয়োজন বিবেচিত না হওয়ায় কয়েকটি কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

কালান্তর প্রকাশনী। অতি অল্পসময়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। বাধাবিপত্তি জয় করে এগিয়ে চলছে লক্ষ্যপানে। সচেতন ও উম্মাহদরদি ব্যক্তি আবুল কালাম আজাদ দক্ষ হাতে যার পরিচালনা করছেন। শুভ কামনা কালান্তরের জন্য।

বইটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন প্রিয় সালমান মোহাম্মদ। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। এ ছাড়া লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মহান আল্লাহ উত্তম বদলা দিন। রোজ কিয়ামতে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করুন। জান্নাতি যুবকদের সরদার হাসান রা. ও হুসাইন রা.-এর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আমিন।

আতাউল কারীম মাকসুদ
জামিআ ইউসুফ বানুরি, ঢাকা

ধা রা ক্র ম

ভূমিকা # ১১

প্রথম অধ্যায়

হুসাইন রা.; বংশ, বেড়ে ওঠা ও ফজিলত # ১৩

এক : নাম, বংশ, উপনাম, ফজিলত ১৫
দুই : জন্ম, নামকরণ, উপাধি, নামকরণে রাসুলের প্রজ্ঞা ১৭
তিন : হুসাইনের কানে রাসুলের আজান ১৮
চার : হুসাইন রা.-এর মাথা মুণ্ডানো ১৯
পাঁচ : আকিকা ১৯
ছয় : খতনা ২০
সাত : ভাই-বোন ২০
আট : চাচা ও ফুফু ২৪
নয় : মামা ও খালা ২৭
দশ : হুসাইন রা.-এর মা জননী ফাতিমা রা. ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুসাইন রা.-এর শাহাদাত # ৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুফা অভিমুখে হুসাইন রা.-এর গমন ও শাহাদাত # ৩৯

এক : কুফাযাত্রার কারণ এবং এ ব্যাপারে ফাতাওয়া ৩৯
দুই : কুফায় রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত, সাহাবা-তাবিয়িনের নসিহত ও... ৪২
তিন : কুফার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান ৫৩
চার : মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সহযোগীদের ব্যাপারে ইবনু... ৫৫
পাঁচ : মুসলিম ইবনু আকিলের শাহাদাতের সংবাদ এবং ইবনু... ৬৫

ছয় : চূড়ান্ত যুদ্ধ ও শাহাদাত ৭২
সাত : হুসাইনের পক্ষে কিছু ব্যক্তির চমকপ্রদ অবস্থান ৭৫
আট : হুসাইনের হত্যার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান ৭৯
নয় : হুসাইনের পরিবারের মদিনায় আগমন ৮১
দশ : হুসাইনের হত্যায় দায় কার ৮২
এগারো : ইয়াজিদকে লানত করা কি জায়িজ ৮৮
বারো : হুসাইন রা.-এর হত্যাসংক্রান্ত কিছু বানোয়াট বর্ণনা ৯৫
তেরো : হুসাইন হত্যাকারীদের থেকে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ ৯৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা # ৯৮

এক : আশুরার দিন ৯৮
দুই : বিপদের সময় ইসলামের শিক্ষা ১০৪
তিন : শিয়াদের আশুরাদিবস উদ্‌যাপন ১০৮
চার : হুসাইন রা.-এর মাথা দাফন ১১৪
পাঁচ : ইমামদের কবর পবিত্র মনে করা ও হুসাইনের কবর জিয়ারত করা ১২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিয়া মতবাদের খণ্ডন # ১২৬

এক : কারবালাকে পবিত্র মনে করা ১২৬
দুই : কবর জিয়ারতের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ১২৭
তিন : কবরে মাজার স্থাপন ও মসজিদ বানানো ১২৯
চার : শরিয়তের নিক্তিতে হুসাইন রা.-এর কুফা গমন ১৩২
পাঁচ : হুসাইন রা.-কে নিয়ে কিছু স্বপ্ন ১৩৭
ছয় : রাসুলের জবানে হুসাইন হত্যার সংবাদ ১৩৮
সাত : হুসাইনের হত্যাকারীদের থেকে আল্লাহর প্রতিশোধ গ্রহণ ১৩৯
আট : কারবালার ঘটনা ও ইসলামের শত্রুবাহিনী ১৪০
নয় : হুসাইনের শাহাদাত : শিয়াদের আদর্শিক ইতিহাস পরিবর্তনের সূচনা ১৪১
দশ : হুসাইন রা.-এর দুআ ১৪২

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর। ইতিপূর্বে রাসুল ﷺ-এর জীবনী ও খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনীগ্রন্থ সংকলন করেছি। এটি সে ধারারই একটি গ্রন্থ। *আস সিরাতুন নাবাবিয়া, আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর জীবনী, উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জীবনী, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব* এবং *হাসান ইবনু আলি রা.*-এর জীবনী সংকলন করা হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ করেছি *হুসাইন রা.-এর শাহাদাত* এবং *কারবালার যুদ্ধ*।

প্রথম পাঠে তাঁর নাম, বংশ, উপনাম, তাঁর ফজিলতসংক্রান্ত হাদিস, জন্ম, উপাধি, নামকরণ, রাসুল ﷺ কর্তৃক তাঁর কানে আজান দেওয়া, তাহনিক করা, মাথা মুণ্ডানো এবং খতনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তাঁর ভাইবোনদের বিষয়ে আলোচনা করেছি—যেমন : হাসান ইবনু আলি, মুহাসসান ইবনু আলি, উম্মু কুলসুম বিনতু আলি, জায়নাব বিনতু আলি। এমনিভাবে তাঁর প্রসিদ্ধ সৎভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া এবং তাঁর চাচা ও খালা—যেমন : কাসিম, ইবরাহিম, আবদুল্লাহ; যাঁকে তাইয়িব ও তাহির বলা হয়, রাসুল ﷺ-এর মেয়ে জায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। হুসাইন রা.-এর মমতাময়ী মা ফাতিমা রা. সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে প্রথম পাঠ সমাপ্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার হাতে বায়আত বিষয়ে হুসাইন রা. ও আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কুফা অভিমুখে রওনা হওয়ার কারণ, কুফায় যাওয়ার বিষয়ে হাসান রা.-এর দৃঢ়তা, অনেক বিজ্ঞ সাহাবি ও তাবিয়ির দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁকে নসিহত প্রদান, কুফায় সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে ইয়াজিদের দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সহযোগীদের বিষয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের আচরণ, কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ও হুসাইন রা.-এর শহিদ হওয়া, হুসাইন রা.-এর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধতা, হুসাইন হত্যার বিষয়ে ইয়াজিদের দৃষ্টিভঙ্গি, হুসাইনের পরিবার ও সন্তানাদি, হুসাইন হত্যার দায় কার, ইয়াজিদ ইবনু

মুআবিয়া সম্পর্কে আলিমগণের অভিমত, তাঁকে অভিশাপ দেওয়া জায়িজ কি না এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি।

হুসাইন রা.-এর জীবনচরিত থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করেছি। বিশেষত আশুরার দিনে রাসুল ﷺ-এর আমল, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে ইসলামের আচরণরীতি, হুসাইন রা.-এর মাথা দাফনের স্থান, হুসাইন রা.-এর কবর জিয়ারত করা, কারবালার পবিত্রতা, কবর জিয়ারত ও কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা এবং কবরকে মসজিদ বানানো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছি।

আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন অধমের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন, আমার লিখিত প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে প্রতিদান দেন; হাশরের দিন মিজানের পাল্লায় যেন তা স্থান করে নেয়। এবং এ বিশেষ কাজে আমার সহযোগী সকল বন্ধুকেও যেন তিনি উত্তম বদলা দান করেন। পাঠকের কাছে এই অধম দুআপ্রার্থী। আশা করছি, আপনাদের দুআয় এই অধমকে স্মরণ রাখবেন।

> হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তাওফিক দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি; আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন আর নিজ অনুগ্রহে আপনি আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা রোধ করার নেই এবং তিনি কোনো কিছু রোধ করতে চাইলে এমন কেউ নেই যে, তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ০২]

اللَّهُمَّ صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

ড. আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

হুসাইন রা.; বংশ, বেড়ে ওঠা ও ফজিলত

হুসাইন রা.; বংশ, বেড়ে ওঠা ও ফজিলত

এক. নাম, বংশ, উপনাম, ফজিলত

হুসাইন ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব ইবনু আবদিল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ আল হাশিমি আল কুরাইশি আল মাদানি, আশ শহিদ।[১]

নবিদৌহিত্র এবং নববি বাগানের ফুল। জান্নাতি যুবকদের সরদার। ফাতিমা রা.-এর সন্তান। পিতা আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব রা.। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর নাতি।

হাদিসে বর্ণিত হুসাইন রা.-এর ফজিলত

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল। আর তাঁদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল।'[২]

২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ সালাত আদায় করতেন; আর হাসান ও হুসাইন রা. তাঁর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। লোকেরা তাঁদের সরিয়ে দিতে চাইলে রাসুল ﷺ বলতেন, 'তাঁদের ছেড়ে দাও, আমার বাবা-মা তাঁদের প্রতি উৎসর্গ হোক; আমাকে যে ব্যক্তি ভালোবাসে, সে যেন তাঁদের উভয়কে ভালোবাসে।'[৩]

৩. আলি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে এবং এ দুজন ও তাঁদের মাতা-পিতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে মর্যাদার একই স্তরে থাকবে।' ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিজি হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিজি

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৪৬।

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ৮১৬৮।

[৩] *আহাদিসু বিশানিস সিবতাইন* : ২৯৩।

এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে।' তিরিমিজি বলেন, হাদিসটি গরিব।[৪]

৪. ইয়ালা ইবনু মুররা রা. বলেন, হাসান ও হুসাইন দৌড়ে রাসুল ﷺ-এর দিকে আসছিল, একজন অপরজনের আগে চলে আসে। যে আগে আসে, রাসুল ﷺ তাঁর হাত নিজের গলায় নিয়ে তাঁকে নিজের পেটের সঙ্গে লাগিয়ে নেন, তাঁকে চুমু দেন। পরে যে আসে, তাঁর সঙ্গেও ঠিক এমনই করেন। তারপর রাসুল ﷺ বলেন, 'আমি তাঁদের ভালোবাসি, তোমরাও তাঁদের ভালোবাসো। হে লোকসকল, সন্তান মানুষকে কাপুরুষ ও দুর্বল বানিয়ে দেয়।'[৫]

৫. আবু জুবায়েরের সূত্রে বর্ণিত; জাবির রা. বলেন, আমি একদিন রাসুল ﷺ-এর কাছে গমন করি, তিনি তখন চারজানু হয়ে বসা। হাসান ও হুসাইন রা. রাসুল ﷺ-এর পিঠে চড়ে ছিলেন। নবিজি উভয়কে পিঠে নিয়ে পুরো ঘর হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন এবং তিনি বলছিলেন, 'তোমাদের বাহন কতই-না উত্তম, আর তোমরা কতই-না সৌভাগ্যবান আরোহী।'[৬]

৬. আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে আমরা সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সিজদায় গেলে হাসান ও হুসাইন রা. তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সিজদা থেকে উঠার সময় তিনি তাঁদের হাত ধরে জমিনে রেখে দিতেন। আবার সিজদায় গেলে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এমনই করেন।[৭]

৭. ইবনু বুরায়দা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ একদিন জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন, হাসান ও হুসাইন তখন দৌড়ে আসেন। তাঁদের গায়ে তখন লাল ডোরাবিশিষ্ট জামা ছিল। তাঁরা মিম্বারের দিকে ছুটে আসছিলেন; কখনো পড়েও যাচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ তখন মিম্বার থেকে নেমে আসেন এবং তাঁদের মিম্বারে উঠিয়ে বলতে থাকেন, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন, "তোমাদের মাল-

---

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ১/৭৭; *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৭৩৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৫৪।

[৫] প্রাগুক্ত : ৪/১৭২; *সুনানু ইবনে মাজাহ* : ৩৬৬৬। বুসিরি রাহ. *জাওয়ায়িদ* গ্রন্থে বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৫৫।

[৬] আজুরি রাহ. রচিত *আশ-শারিআ* : ৫২১৬০। সনদ জয়িফ। আবু শিহাব মাসবুহি নামের একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন; তার ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য রয়েছে। উকাইলি বলেন, এমন হাদিস অন্য কারও থেকে বর্ণিত নেই। ইবনু আবি হাতিম বলেন, আবু মাসরুহকে আমি তাঁর বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, ভুল হাদিস বর্ণনা করা থেকে তাওবা করা উচিত। ইবনু হিব্বান বলেন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত বর্ণনা করার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল প্রদান করা সঠিক নয়। *কিতাবুল মাজরুহিন* : ৩/১৯; *আল-মিজান* : ৪/৯৭।

[৭] *আশ-শারিআ* : ৫/২১৬১। সনদটি জয়িফ। মুহাম্মাদ ইবনু ইসা ইবনু হাইয়ান আল মাদায়েনি নামীয় বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি পরিত্যাজ্য ও দুর্বল বর্ণনাকারী।

সম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষাস্বরূপ।" [সূরা তাগাবুন : ১৫] আমি দেখতে পেলাম, তাঁরা উভয়ে আসতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছিল, তাই খুতবা বন্ধ করে তাঁদের কোলে তুলে নিলাম।"[৮]

৮. ইমাম আহমাদ রাহ. *মুসনাদে আহমাদে* ইয়ালা আল আমিরি রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে তিনি একটি খাবারের দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। রাসুল ﷺ সবার সামনে ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন হুসাইন রা. শিশুদের সঙ্গে খেলা করছেন। রাসুল ﷺ হুসাইন রা.-কে কোলে নিতে চাইলে শিশুরা পালাতে শুরু করে। তারা একবার এদিকে, আবার ওদিকে ছুটে যায়; কিন্তু হুসাইন রা.-কে তিনি হাসাতে হাসাতে ধরে ফেলেন। এক হাত ঘাড়ে ও এক হাত থুতনির নিচে দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং তাঁকে চুমু দিতে দিতে বলেন, 'হুসাইন আমার, আমি হুসাইনের। হে আল্লাহ, হুসাইনকে যে ভালোবাসে, তুমিও তাকে ভালোবাসো। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।"[৯]

এ হাদিস দ্বারা হুসাইন রা.-এর ফজিলত অত্যন্ত স্পষ্ট হয়। রাসুল ﷺ তাঁকে ভালোবাসাতে উম্মাহকে উদ্‌বুদ্ধ করছেন। হয়তো ওহির সাহায্যে তিনি জানতে পেরেছিলেন, হুসাইন রা.-এর সঙ্গে উম্মাহর আচরণ কীরূপ হবে; এ জন্য ভালোবাসার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাঁকে ভালোবাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা জানিয়ে দিয়েছেন। স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'হুসাইনকে যে ভালোবাসে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে।' কারণ, হুসাইনের ভালোবাসা রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসতে উদ্‌বুদ্ধ করে। আর রাসুল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসতে উদ্‌বুদ্ধ করে।[১০]

৯. *সহিহ বুখারিতে* বর্ণিত; আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের[১১] কাছে হুসাইন রা.-এর কর্তিত মাথা নিয়ে আসা হয়। সে লাঠি দিয়ে তাঁর সম্মুখের দুটি দাঁতে খুঁচাতে থাকে এবং তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে থাকে। আনাস রা. বলেন, তিনি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চুল ও দাড়িতে ওয়াসমা[১২] দ্বারা কলপ লাগানো ছিল।

---

[৮] *আশ-শারিআ* : ৫/২১৬১।

[৯] *ফাজায়িলুস সাহাবাহ* : ১৩৬১ / হাদিসের সনদ হাসান পর্যায়ের।

[১০] *তুহফাতুল আহওয়াজি* : ১০/২৭৯।

[১১] ৬৬ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ নিহত হয়। *আল-আলাম* : ৪/১৩৯।

[১২] এক ধরনের ইয়ামেনি ঘাস, যা দ্বারা চুলে রং করা হয়।

১০. অন্য বর্ণনায় আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে হুসাইন রা.-এর কর্তিত মাথা নিয়ে আসা হলে একটি লাঠি দ্বারা হুসাইন রা.-এর সামনের দুটি দাঁতে খুঁচাতে খুঁচাতে ইবনু জিয়াদ বলে, 'আমি তো তাঁকে সুন্দর মনে করেছিলাম।' আমি বললাম, 'এমনটি করো না হে উবায়দুল্লাহ, নইলে আমি তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করব। তোমার লাঠি যেখানে আঘাত করছে, রাসুল ﷺ-কে আমি সেখানে চুমু দিতে দেখেছি।' তখন সে বিরত হয়।[১৩]

১১. সালামা ইবনু আকওয়া বলেন, রাসুল ﷺ, হাসান ও হুসাইনকে বাহনের উপর বসিয়ে আমি বাহন চালিয়ে রাসুল ﷺ-এর বাড়িতে পৌঁছে দিই। তাঁদের একজন রাসুল ﷺ-এর সামনে বসেছিলেন, অপরজন বসেছিলেন পেছনে।[১৪]

দুই. জন্ম, নামকরণ, উপাধি, নামকরণে রাসুলের প্রজ্ঞা

সহিহ বর্ণনামতে, হিজরতের চতুর্থ বর্ষে শাবান মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আরও বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। লাইস ইবনু সাআদ বলেন, তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে হাসান রা. ভূমিষ্ঠ হন, আর চতুর্থ হিজরির শাবান মাসের কয়েক দিন গত হওয়ার পর হুসাইন রা. জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] আলি রা. বলেন, হাসান জন্মগ্রহণ করলে আমি নাম রাখি হারব। রাসুল ﷺ এসে বলেন, 'আমাকে আমার নাতি দেখাও, আর তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ?' আমি বলি, 'নাম রেখেছি হারব।' রাসুল ﷺ বলেন, 'না, তাঁর নাম হাসান।' হুসাইনের জন্ম হলে আমি আবারও নাম রাখি হারব। রাসুল ﷺ তখনো এসে বলেন, 'আমাকে আমার নাতি দেখাও, আর তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ?' আমি বলি, 'তাঁর নাম রেখেছি হারব।' রাসুল ﷺ বলেন, 'না, তাঁর নাম হুসাইন।' তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে আমি আবারও নাম রাখি হারব। রাসুল ﷺ এবারও নাম পরিবর্তন করে বলেন, 'তাঁর নাম মুহাসসান।' রাসুল ﷺ বলেন, 'হারুন আ.-এর সন্তানদের নাম ছিল—শাবার, শুবাইর ও মুশাব্বার। তাঁর অনুকরণে আমি নাম রেখেছি—হাসান, হুসাইন ও মুহাসসান।'[১৬]

নবজাতক হুসাইন রা.-এর জন্মে রাসুল ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হন। বরকতময় এই সন্তান জন্মের শুভলগ্নে আলি রা. ও ফাতিমা রা.-কে অভিনন্দন জানাতে অনেক

[১৩] *ফাজায়িলুস সাহাবাহ* : ২/৯৮৫, হাদিস নং-১১৯৭। সনদটি হাসান।
[১৪] *নাসাবু কুরাইশ* : ১/২৩; *আদ-দাওহাতুন নাবাবিয়্যা* : ৭১।
[১৫] *আজ-জুররিয়াতুত তাহিরাহ*, দুলাবি : ৬৯।
[১৬] *মুসনাদু আহমাদ* : ১/৯৮, ১১৮।